তারিখ ... 13 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩৮ ... ৩ ...

স্কুল-কলেজে 'কম্পিউটার শিক্ষা' বাধ্যতামূলক

পাঁচ বছর পর শিক্ষক নিয়োগে তোড়জোড়

রাকিব উদ্দিন

স্কুল-কলেজে 'কম্পিউটার শিক্ষা' (আইসিটি) বাধ্যতামূলক করার পাঁচ বছর পর এ বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের তোড়জোড় শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে সরকারি হাইস্কুলে এক শিফটের স্কুলে একজন ও ডাবল শিফটের স্কুলে দুজন করে আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এজন্য জনবল অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে আগামীকাল এক সভা আহ্বান করা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু এমপিওভুক্ত সকল স্কুলে আইসিটি শিক্ষক নিয়োগের কোন তৎপরতা নেই।

বর্তমানে সরকারি হাইস্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ছাড়াই পাঠদান চলছে কম্পিউটার শিক্ষার। শিক্ষক না থাকলেও ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১১ থেকে ২০১২ সালে দেশের সরকারি ও বেসরকারি ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া এবং এ সংক্রান্ত শিক্ষা উপাদান সরবরাহ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যার বেশিরভাগই বর্তমানে অকার্যকর ও বিকল অবস্থায় পরে রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। কিন্তু এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা।

প্রথম পর্যায়ে দেশের মোট ৩৩৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (হাইস্কুল) আইসিটি বিষয়ে ৪৮৬টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে ১৫৩টি ডাবল শিফটের স্কুলে দুটি করে ৩০৬টি এবং ১৮০টি এক শিফটের স্কুলে একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) একেএম মোস্তফা কামাল সংবাদকে বলেন, 'সরকারি স্কুলে আইসিটি শিক্ষক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুমোদন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এজন্য ১৪ ফেব্রুয়ারি (আগামীকাল) মন্ত্রণালয়ে বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে।' তিনি জানান, 'বর্তমানে সরকারি হাইস্কুলে আইসিটি বিষয়ের কোন শিক্ষক নেই। তবে এমপিওভুক্ত কিছু স্কুলে এ বিষয়ের শিক্ষক আছেন।'

জানা গেছে, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ছাড়াই সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে ২০১২ সালে হাইস্কুল পর্যায়ে ৬ষ্ঠ থেকে দশম এবং কলেজ পর্যায়ে একাদশ ও দ্বাদশ

পাঁচ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪